Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2121 3

তর্পণ পদ্ধতি

3/245—

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

সাহিত্য-ভবন

বজ্‌বজ্‌

মূল্য—পঁচাত্তর পয়সা

Satyendra Nath Banerjee
46/C, Iswar Ganguly Street

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASh

Bhadaini, Varanasi-1

No. 3/245

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তর্পণ পদ্ধতি

LIBRARY
No.... 3/245
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

সাহিত্য-ভবন
বজ্‌বজ্‌
মূল্য—পঁচাত্তর পয়সা

Satyendra Nath Banerjee
46/C, Iswar Ganguly Street,
Kalighat, Calcutta-26

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহিত্য-ভবন
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, বজ্‌বজ্‌
হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী

জে, এল, প্রিণ্টার্স
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/93

LIBRARY
3/245
Sri Sri Anandamayee Ashram
VARANASI

নিবেদন

"চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে শ্রাদ্ধ" প্রথম খণ্ড পুস্তকের তর্পণ অংশটি স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত করা হইল। যাঁহারা কেবল তর্পণই চাহেন, ইহাতে তাঁহাদের সুবিধা হইবে।

যাঁহারা শ্রাদ্ধ কি, শ্রাদ্ধ করি কেন, প্রভৃতি শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা আমার "চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে শ্রাদ্ধ" প্রথম খণ্ড পুস্তকটি সংগ্রহ করুন। ঐ পুস্তকে শ্রাদ্ধতত্ত্ব এবং তর্পণ পদ্ধতি উভয় বিষয়েই দেওয়া আছে!

তর্পণ সম্বন্ধীয় নির্দেশগুলি এবং সাধারণভাবে জানার কথাগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া লইবেন।

ভাদ্রসংক্রান্তি, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তীর

দুইখানি পুস্তক

প্রতিমায় সরস্বতীপূজা

পুরোহিতের সাহায্য না লইয়া নিজের পূজা
নিজে করার জন্য উত্তম পুস্তক।

মূল্য—এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে শ্রাদ্ধ

প্রথম খণ্ড

শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও তর্পণ

মূল্য—একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নিকট এবং বজ্‌বজ্‌
অঞ্চলের পুস্তক বিক্রেতাগণের নিকট
পুস্তকগুলি পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তর্পণ

তর্পণ জল দ্বারা পিতৃপূজা। তর্পণ করিলে পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই চাতুর্বর্ণ সমাজে তর্পণ ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। মহাভারতে তর্পণের কথা আছে। শ্রীমৎ-ভগবদ্‌গীতায় উদক-ক্রিয়া নামে ইহার উল্লেখ আছে।

প্রেতের তৃপ্তির জন্যও তর্পণ করিতে হয়।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত করণীয় কর্মসকল তিন প্রকার—নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, কাম্য কর্ম। যে কর্ম অবশ্য করিতে হয়, যাহা না করিলে প্রত্যবায় (দোষ) হয়, তাহা নিত্য কর্ম। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে যে কর্ম করা হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম। কোন বিশেষ কামনা করিয়া যে কর্ম করা হয়, তাহা কাম্য কর্ম। নৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে নিত্য ও কাম্য দুইই আছে। কাম্য কর্ম না করিলে দোষ হয় না।

প্রতিদিন তর্পণ করিবার বিধি আছে। এই তর্পণ নিত্য কর্ম। গৃহস্থের প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় যে পিতৃযজ্ঞ, ইহা তাহারই অন্তর্গত।

বিশেষ কোন উপলক্ষে স্নানের শেষে যে তর্পণ করা হয়, তাহাকে স্নানাঙ্গ তর্পণ বলে। স্নানাঙ্গ তর্পণ নৈমিত্তিক কর্ম। অধিকাংশ স্নানাঙ্গ তর্পণই কাম্য।

কাম্য হউক আর কাম্য না হউক, নৈমিত্তিক স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলে নিত্য তর্পণ পৃথক করিতে হয় না।

নিত্য তর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পূর্বে করিতে হয়।

তর্পণ জলে দাঁড়াইয়া করা যায়, স্থলেও করা যায়।

তর্পণ কেবল জল দ্বারা, অথবা জলের সহিত তিল (সতিল জল) দিয়া, দুই প্রকারেই করা যায়। নিত্য-তর্পণ কেবল জল দ্বারাই করা হয়। স্নানাঙ্গ তর্পণ কেবল জল দ্বারা, অথবা সতিল জল দ্বারা করা হয়।

গৌণ-চান্দ্র আশ্বিন মাসের যে কৃষ্ণ পক্ষ, যাহার শেষ তিথির নাম মহালয়া অমাবস্যা, সেই পক্ষের নাম পিতৃপক্ষ বা অপর পক্ষ। পিতৃপক্ষে তিল-তর্পণ করিতে হয়। অন্য সময়ে পিতৃ-তর্পণ না করিলেও অনেকে পিতৃ-পক্ষে তর্পণ করিয়া থাকেন।

জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিলে নাভি-পরিমাণ জলে দাঁড়াইয়া ভিজা কাপড়ে তর্পণ করিতে হয় এবং তর্পণের জল প্রাদেশ প্রমাণ (প্রায় আধহাত) উপর হইতে জলে ফেলিতে হয়।

স্থলে শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া তর্পণ করিতে হয়।

তর্পণ করিবার সময় উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিতে হয়। তবে তিন দণ্ডী পৈতা পরা থাকিলে উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার না করিলেও চলে।

স্থলে তর্পণে তর্পণের জল কোন পাত্রে ফেলিতে হয়। তামার পাত্রই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। সোনা বা রূপার পাত্রও ব্যবহার করা যায়। কুশের উপরও তর্পণের জল ফেলা যায়।

মৃত্যুর পর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃতের নাম 'প্রেত'।
সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের পর মৃত ব্যক্তি 'পিতৃ' নাম পাইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডান হাতের অঞ্জলিতে (ডান করতলে) জল লইয়া, অথবা হাতে কুশি বা কোশা লইয়া তাহা দিয়া তর্পণের জল ফেলা যায়। কুশি বা কোশা ব্যবহার করিলে তাহার মাপ যেন আট আঙুলের কম না হয়।

তর্পণ সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু যাঁহার পিতা জীবিত আছেন তাঁহার তর্পণে অধিকার নাই। তবে প্রেত তর্পণ করিতে পারেন।

স্ত্রীলোকেরও তর্পণে অধিকার নাই। তাঁহারাও প্রেত তর্পণ করিতে পারেন।

বিধবারা পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের অভাবে স্বামী, শ্বশুর ও শ্বশুরের পিতার তর্পণ করিতে পারেন।

যে ব্রাহ্মণের (এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) উপনয়ন হয় নাই, তাহার তর্পণে অধিকার নাই।

রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে. অমাবস্যা নিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধ দিনে এবং জন্মদিনে তিল-তর্পণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সংক্রান্তিতে, গ্রহণকালে, যুগাদ্যা তিথিতে, তীর্থক্ষেত্রে, বৃষোৎসর্গে, মৃত্যু তিথিতে ও পিতৃপক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও তিল-তর্পণ করা যায়। শবদাহের শেষে নিষিদ্ধ দিনেও তিল-তর্পণ করা যায়।

জলে দাঁড়াইয়া তিল-তর্পণ করিলে বাঁ হাতের কনুইএর কাছাকাছি লোমশূন্য স্থানে তিল রাখিয়া ডান হাতের বুড়া আঙুল ও অনামিকা আঙুল এই উভয় আঙুল দিয়া অথবা কেবল বুড়া আঙুল বা তর্জনী আঙুল দিয়া তিল লইতে হয়।

পরিধেয় বস্ত্রে তিল রাখিতে নাই।

অঞ্জলিতে অপরে তিল দিতে পারে।

কেহ কেহ হাতে কুশের আংটি পরিয়া তিল তর্পণ করিতে বলেন। কুশের পরিবর্তে সোনা বা রূপার আংটি পরা যায়। হাতে কুশের, সোনার বা রূপার আংটি পরিলে সতিল জল তর্পণে তিল না দিলেও চলে।

বিভিন্ন তর্পণ

পিতৃতর্পণ ছাড়া আরও কয়েকটি তর্পণ করিবার বিধি আছে। সেগুলি হইতেছে—দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ, ঋষিতর্পণ, দিব্যপিতৃতর্পণ। এই তর্পণগুলি পিতৃ তর্পণ করিবার পূর্বে করিতে হয়।

দেবতর্পণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিতে হয়।

মনুষ্যতর্পণে সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢু ও পঞ্চশিখ, এই সাত জনের তর্পণ করিতে হয়। ইঁহাদের প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা জল দিতে হয় না একটি মন্ত্র পড়িয়া জল দেওয়া হয়। সেই মন্ত্রেই সকলের নামে উল্লেখ আছে।

যুগাদ্যা তিথি—বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি সত্যযুগাদ্যা তিথি।
কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথি ত্রেতাযুগাদ্যা তিথি।
ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী তিথি দ্বাপর যুগাদ্যা তিথি।
মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথি কলিযুগাদ্যা তিথি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
Shri Shri ... BANARAS...

ঋষিতর্পণে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ, এই দশজনের তর্পণ করিতে হয়। প্রত্যেকের নামে পৃথকভাবে জল দিতে হয়।

দিব্যপিতৃতর্পণে অগ্নিষাত্ত, সৌম্য, হবিষ্মান্, উষ্মপ, সুকালীন্, বর্হিষদ্ ও আজ্যপ, দিব্যপিতৃলোকবাসী এই কয়জনের তর্পণ করিতে হয়। ইঁহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে তর্পণ করিতে হয়।

যমতর্পণও পিতৃতর্পণের আগে করিতে হয়। ভূতচতুর্দশী তিথিতে যমতর্পণ অবশ্য করণীয়। কেহ কেহ প্রতিদিন যমতর্পণ করিয়া থাকেন।

ভীষ্মাষ্টমী তিথিতে ভীষ্মতর্পণ করার বিধি আছে। ব্রাহ্মণগণ পিতৃতর্পণের পরে ইহা করেন।

পিতৃতর্পণ

পিতৃতর্পণে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, এবং মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, এই বার জনের তর্পণ করিতে হয়।

পর পর ক্রম অনুসারে তর্পণ করিতে হয়।

পিতামহ হইতে বৃদ্ধপ্রমাতামহী পর্যন্ত একাদশ জনের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে, প্রেত অবস্থায় থাকিলে, অথবা পাতিত্য-দোষযুক্ত হইলে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় উপরিতন পুরুষকে ধরিয়া একাদশ সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রপিতামহের পর—বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। বৃদ্ধপ্রমাতামহের পর—অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ, অত্যতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ। প্রপিতামহীর পর—বৃদ্ধ প্রপিতামহী, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী। বৃদ্ধ প্রমাতামহীর পর অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহী, অত্যতিবৃদ্ধ প্রমাতামহী।

প্রজাপতি বলিতে এখানে দক্ষ প্রজাপতিকে বুঝাইতেছে। ইনি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সনক, সনন্দন, সনাতন ও কপিল, ইঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইঁহারা নিবৃত্তি ধর্মাবলম্বী ছিলেন, প্রজা সৃষ্টি করেন নাই।

আসুরি ও পঞ্চশিখ মহাযোগী ছিলেন।

মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইঁহারা প্রবৃত্তি ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যম অন্যতম লোকপাল (দিকপাল)। সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে ইনিই প্রথম উৎপন্ন হন এবং ব্রহ্মা কর্তৃক পিতৃগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হন। ইনি বেদে শ্রাদ্ধদেব বলিয়া কথিত। ইনি প্রেতরাজ, প্রাণীগণের শুভাশুভ কর্মের সাক্ষী এবং পাপপুণ্যের বিচারকর্তা। পুরাণবিশেষের মতে ইনি সূর্যতনয়।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির নাম ভূতচতুর্দশী।
মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথির নাম ভীষ্মাষ্টমী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঁহারও নাম জানা না থাকিলে নিজ নামের পর তাঁহার সহিত সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া তৎপরে দেবশর্মন্ প্রভৃতি বলিতে হয়। যেমন তর্পণকর্তার নাম যদি হরিচরণ হয় এবং প্রপিতামহের নাম জানা না থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে—বিষ্ণুরোঁ···গোত্রঃ শ্রীহরিচরণ দেবশর্ম্মা-প্রপিতামহ দেবশর্ম্মা ইত্যাদি।

পিতৃতর্পণ করিবার পূর্বে করণীয় দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও দিব্য-পিতৃতর্পণ সংক্ষেপে করিলেও চলে।

পিতৃতর্পণ করিবার পর সমর্থ হইলে মৃত ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, শ্বশুর প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনগণের জন্য এবং গুরু পুরোহিতের জন্যও তর্পণ করিতে পারা যায়। মন্ত্র পিতৃতর্পণের ন্যায়। ইহাদের জন্য একবার করিয়া জল দিতে হয়।

পিতৃতর্পণে পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রপিতামহী পর্যন্ত প্রত্যেকের নামে তিনবার তর্পণ করিতে হয় এবং প্রত্যেকবারই তর্পণ বাক্য বলিতে হয়। অবশিষ্ট তিনজনের এক একবার তর্পণ করিতে হয়।

তর্পণ পদ্ধতি

কর্মের আরম্ভে তিলক করিতে হয় এবং শিখা থাকিলে তাহা বন্ধন করিতে হয়।

স্থলে তর্পণ করিলে হাত পা মুখ ধুইয়া আসনে বসিয়া প্রথমে মন্ত্রপাঠ করিয়া আচমন (মন্ত্রাচমন) করিতে হইবে। তাহার পর বিষ্ণুস্মরণ করিতে হইবে। তাহার পর জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি করিতে হইবে। তাহার পর তর্পণ করিতে হইবে।

পূজা করিতে বসিয়া যদি পূজার শেষে, আসন ত্যাগ না করিয়াই, তর্পণ করা হয়, তাহা হইলে একবার করা হইয়াছে বলিয়া, নূতন করিয়া হাত-পা-মুখ-ধোওয়া তিলক করা প্রভৃতি কার্যগুলি করিতে হইবে না। তর্পণ আরম্ভ করিলেই হইবে।

জলে তর্পণ করিলে স্নানের পর নাভি পরিমাণ জলে দাঁড়াইয়া মন্ত্রাচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিলেই হইবে।

যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের জানার জন্য মন্ত্রাচমন প্রভৃতি লিখিত হইল ঃ—

মন্ত্রাচমন—ডান করতলে (হাতের চেটোয়) এক বিন্দু জল লইয়া, মনে মনে 'ওঁ বিষ্ণুঃ' বলিয়া, পান করিতে হইবে। তাহার পর হাত ধুইতে হইবে। এইরূপ আরও দুইবার জলবিন্দু পান করিতে হইবে ও হাত ধুইতে হইবে।

বিষ্ণুস্মরণ—'ওঁ বিষ্ণুঃ', ওঁ বিষ্ণুঃ', ওঁ বিষ্ণুঃ', বলিতে হইবে।

আচমনে জলবিন্দু পানের পর এই স্থানগুলি ছুঁইবার বিধি আছে—

উপর ও নীচের ঠোঁটের লোমশূন্য স্থান (ঠোঁট ছুঁইয়া হাত ধুইতে হয়)। ডান ও বাঁ নাক। ডান ও বাঁ চোখ। ডান ও বাঁ কান। নাভি. হৃদয় (বুক) ও মাথা। ডান ও বাঁ কাঁধ।—তবে স্থানগুলি না ছুঁইলেও দোষ হইবে না।

আচমনে মনে মনে বিষ্ণু নাম উচ্চারণ করিয়া জলবিন্দু পানই প্রধান কার্য।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. .....

জলশুদ্ধি—কোশার জলে একটি তুলসীপাতা দিতে হইবে। কোশার আগায় একটি ফুল দিতে হইবে। তাহার পর কোশার জল তর্জনী আঙুলের (বুড়া আঙুলের পরের আঙুলের) অগ্রভাগ দ্বারা ছুঁইয়া এই মন্ত্রটি বলিতে হইবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

(গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু ও কাবেরী, এই জলে আগমন কর।)

আসনশুদ্ধি—'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আসনায় নমঃ'—এই মন্ত্র বলিয়া আসনে গন্ধপুষ্প দিতে হইবে। তাহার পর হাত জোড় করিয়া বলিতে হইবে—

ওঁ পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং॥

(পৃথিবী, আপনার দ্বারা লোকসকল ধৃত আছে। দেবী, আপনি বিষ্ণু দ্বারা ধৃত আছেন। আপনি আমাকে সর্বদা ধারণ করুন ও আসন পবিত্র করুন।)

দেব তর্পণ

দেবতর্পণ পূর্বমুখে করিতে হইবে। পৈতা বাঁ কাঁধ হইতে ডান দিকে ঝুলান থাকিবে। উত্তরীয় বস্ত্র পৈতার ন্যায় থাকিবে।

অঙ্গারক্ত দক্ষিণ হস্তে তর্পণ করিতে হইবে। দৈবতীর্থ দ্বারা তর্পণের জল ফেলিতে হইবে।

মন্ত্র পড়িয়া প্রত্যেক দেবতাকে একবার তিল-না-দেওয়া জল দিতে হইবে।

(দ্র:—তর্পণ মন্ত্রের বাংলা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।)

দেব তর্পণের মন্ত্র—

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং। (ব্রহ্মা তৃপ্ত হউন।)
ওঁ বিষ্ণুঃ তৃপ্যতাং। (বিষ্ণু তৃপ্ত হউন।)
ওঁ রুদ্রঃ তৃপ্যতাং। (রুদ্র তৃপ্ত হউন।)
ওঁ প্রজাপতিঃ তৃপ্যতাং। (প্রজাপতি তৃপ্ত হউন।)

দেবতর্পণের পর এই মন্ত্রে দৈবতীর্থ দ্বারা একবার জল দিবার বিধি আছে।
মন্ত্র—ওঁ দেবাযক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরা সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিম্ভগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া॥

অঙ্গারক্ত দক্ষিণ হস্তে—দক্ষিণ করতলের সহিত বাম করতল ঠেকাইয়া রাখিয়া।
দৈবতীর্থ দ্বারা—আঙুলগুলির অগ্রভাগ দ্বারা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[দেবগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, অসুরগণ, ক্রুরস্বভাব সর্পগণ, সুপর্ণ (গরুড়জাতীয় পক্ষী) গণ, তরুগণ, সরীসৃপগণ, খগ-(সাধারণ পক্ষী) গণ, বিদ্যাধরগণ জলচরগণ, আকাশগামিগণ, নিরাহার জীবগণ, পাপ ও ধর্মে রত জীবগণ, সকলের তৃপ্তির জন্য আমি এই জল দিতেছি।]

মনুষ্য তর্পণ

মনুষ্যতর্পণ পশ্চিমমুখে করিতে হইবে। পৈতা গলায় মালা পরার মত থাকিবে। উত্তরীয় বস্ত্র পৈতার ন্যায় গলায় থাকিবে।

অঙ্গুষ্ঠারূঢ় দক্ষিণ হস্তে তর্পণ করিতে হইবে।

কায়তীর্থ দ্বারা (কড়ে আঙুলের মূল দিয়া) তর্পণের জল ফেলিতে হইবে।

মন্ত্রটি পড়িয়া জল দিবার পর, মন্ত্রটি পুনরায় পড়িয়া জল দিতে হইবে।

মন্ত্র—ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।

কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।

সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥

(সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ, ইঁহারা সকলে আমার দেওয়া জলের দ্বারা সর্বদা তৃপ্তি লাভ করুন।)

ঋষি তর্পণ

ঋষিতর্পণ পূর্বমুখে করিতে হইবে। পৈতা বাঁ কাঁধ হইতে ডান দিকে ঝুলান থাকিবে। উত্তরীয় বস্ত্র পৈতার ন্যায় থাকিবে।

অঙ্গুষ্ঠারূঢ় দক্ষিণ হস্তে তর্পণ করিতে হইবে।

দৈবতীর্থ দ্বারা তর্পণের জল ফেলিতে হইবে।

মন্ত্র পড়িয়া প্রত্যেককে একবার তিল-না-দেওয়া জল দিতে হইবে।

ঋষিতর্পণের মন্ত্র—

ওঁ মরীচিঃ তৃপ্যতাং।	(মরীচি তৃপ্ত হউন।)
ওঁ অত্রিঃ তৃপ্যতাং।	(অত্রি তৃপ্ত হউন।)
ওঁ অঙ্গিরা তৃপ্যতাং।	(অঙ্গিরা তৃপ্ত হউন।)
ওঁ পুলস্ত্যঃ তৃপ্যতাং।	(পুলস্ত্য তৃপ্ত হউন।)
ওঁ পুলহঃ তৃপ্যতাং।	(পুলহ তৃপ্ত হউন।)
ওঁ ক্রতুঃ তৃপ্যতাং।	(ক্রতু তৃপ্ত হউন।)
ওঁ প্রচেতাঃ তৃপ্যতাং।	(প্রচেতা তৃপ্ত হউন।)
ওঁ বশিষ্ঠঃ তৃপ্যতাং।	(বশিষ্ঠ তৃপ্ত হউন।)
ওঁ ভৃগুঃ তৃপ্যতাং।	(ভৃগু তৃপ্ত হউন।)
ওঁ নারদঃ তৃপ্যতাং।	(নারদ তৃপ্ত হউন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যপিতৃ তর্পণ

দিব্যপিতৃতর্পণ দক্ষিণ মুখে করিতে হইবে। পৈতা ডান কাঁধ হইতে বাঁ দিকে ঝুলান থাকিবে। উত্তরীয় বস্ত্র পৈতার ন্যায় থাকিবে।

পিতৃতীর্থ দিয়া তর্পণের জল ফেলিতে হইবে।

মন্ত্র পড়িয়া প্রত্যেককে একবার তিল সহিত (সতিল) জল দিতে হইবে।

দিব্যপিতৃ তর্পণের মন্ত্র—

ওঁ অগ্নিষাত্তাঃ পিতরঃ তৃপ্যন্তাং এতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(অগ্নিষাত্ত পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই সতিল জল তাঁহাদিগকে দিতেছি।)
ওঁ সৌম্যাঃ পিতরঃ তৃপ্যন্তাং এতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(সৌম্য পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই সতিল জল তাঁহাদিগকে দিতেছি।)
ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরঃ তৃপ্যন্তাং এতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(হবিষ্মান্ পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই সতিল জল তাঁহাদিগকে দিতেছি।)
ওঁ উষ্মপাঃ পিতরঃ তৃপ্যন্তাং এতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(উষ্মপ পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই সতিল জল তাঁহাদিগকে দিতেছি।)
ওঁ সুকালিনঃ পিতরঃ তৃপ্যন্তাং এতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(সুকালীন পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই সতিল জল তাঁহাদিগকে দিতেছি।)
ওঁ বর্হিষদঃ পিতরঃ তৃপ্যন্তাং এতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(বর্হিষদ পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই সতিল জল তাঁহাদিগকে দিতেছি।)
ওঁ আজ্যপাঃ পিতরঃ তৃপ্যন্তাং এতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(আজ্যপ পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই সতিল জল তাঁহাদিগকে দিতেছি।)

সংক্ষেপে দেবতর্পণ প্রভৃতি

দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও দিব্যপিতৃ তর্পণ যদি বিস্তারিতভাবে করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে নিম্নে লিখিতভাবে সংক্ষেপে করিলেও চলিবে—

ওঁ দেবাঃ তৃপ্যন্তাং। (দেবগণ তৃপ্ত হউন।)
ওঁ মনুষ্যাঃ তৃপ্যন্তাং। (মনুষ্যগণ তৃপ্ত হউন।)
ওঁ ঋষয়ঃ তৃপ্যন্তাং। (ঋষিগণ তৃপ্ত হউন।)
ওঁ দিব্যপিতরঃ তৃপ্যন্তাং। (দিব্যপিতৃগণ তৃপ্ত হউন।)

পিতৃতীর্থ দিয়া - বুড়া আঙুল ও তাহার আগের আঙুলের মধ্যস্থান দিয়া।

দ্রষ্টব্য—তিল না দিয়া কেবল জল (তিল না দেওয়া জল) দিয়া তর্পণ করিলেও চলে। সেক্ষেত্রে 'সতিলোদকং' কথাটি না বলিয়া বলিতে হইবে—'উদকং'। যথা—
ওঁ অগ্নিষাত্তঃ পিতরঃ তৃপ্যন্তাং এতৎ উদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(অগ্নিষাত্ত পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই জল তাঁহাদিগকে দিতেছি।)
অন্যান্যগুলি এইরূপ ভাবেই করিয়া লইতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃতর্পণ

পিতৃতর্পণ দক্ষিণ মুখে করিতে হইবে। পৈতা ডান কাঁধ হইতে বাঁ দিকে ঝুলান থাকিবে। উত্তরীয় বস্ত্র পৈতার ন্যায় থাকিবে। পিতৃতীর্থ দিয়া (বুড়া আঙুল ও তাহার পরের আঙুলের মধ্যস্থান দিয়া) তর্পণের জল ফেলিতে হইবে।

সতিল জল দ্বারা পিতৃতর্পণ করিতে হইবে।

যদি সতিল জল দেওয়া না হয় তাহা হইলে তর্পণ মন্ত্রে 'সতিলোদকং' না বলিয়া কেবল 'উদকং' বলিতে হইবে।

পিতা হইতে প্রপিতামহী পর্যন্ত নয় জনের প্রত্যেকের জন্য তিনবার জল দিতে হয়। প্রত্যেকবার জল দিবার সময় মন্ত্র বলিতে হইবে।

প্রথমে জোড় হাত করিয়া পিতৃ আবাহন করিতে হইবে। তাহার পর তর্পণ করিতে হইবে।

পিতৃ-আবাহনের মন্ত্র —ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্ণন্তু আপোঽঞ্জলিং।

(আমার পিতৃগণ আসুন, অঞ্জলির জল গ্রহণ করুন।)

সামবেদীয় ব্রাহ্মণের পিতৃ-তর্পণের মন্ত্র

বিষ্ণুরোং ··গোত্রঃ পিতা (নাম) দেবশর্ম্মা তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং···গোত্রঃ পিতামহ (নাম) দেবশর্ম্মা তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং ··গোত্রঃ প্রপিতামহ (নাম) দেবশর্ম্মা তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং···গোত্রঃ মাতামহ (নাম) দেবশর্ম্মা তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং···গোত্রঃ প্রমাতামহ (নাম) দেবশর্ম্মা তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং···গোত্রঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহ (নাম) দেবশর্ম্মা তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং···গোত্রা মাতা (নাম) দেবী তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং···গোত্রা পিতামহী (নাম) দেবী তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং···গোত্রা প্রপিতামহী (নাম) দেবী তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং···গোত্রা মাতামহী (নাম) দেবী তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং·· গোত্রা প্রমাতামহী (নাম) দেবী তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
বিষ্ণুরোং···গোত্রা বৃদ্ধপ্রমাতামহী (নাম) দেবী তৃপ্যতাং এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।

যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণের পিতৃতর্পণের মন্ত্র—

বিষ্ণুরোং···গোত্র পিতঃ (নাম) দেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।
বিষ্ণুরোং·· গোত্র পিতামহ (নাম) দেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।
বিষ্ণুরোং·· গোত্র প্রপিতামহ (নাম) দেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।
বিষ্ণুরোং···গোত্র মাতামহ (নাম) দেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণুরোঃ…গোত্র প্রমাতামহ (নাম) দেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।
বিষ্ণুরোঃ…গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ (নাম) দেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।
বিষ্ণুরোঃ…গোত্রে মাতঃ (নাম) দেবি তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।
বিষ্ণুরোঃ …গোত্রে পিতামহি (নাম) দেবি তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।
বিষ্ণুরোঃ…গোত্রে প্রপিতামহি (নাম) দেবি তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।
বিষ্ণুরোঃ…গোত্রে মাতামহি (নাম) দেবি তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।
বিষ্ণুরোঃ …গোত্রে প্রমাতামহি (নাম) দেবি তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।
বিষ্ণুরোঃ…গোত্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহি (নাম) দেবি তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলোদকং স্বধা।

পিতৃ তর্পণের পর এই মন্ত্রটি পড়িয়া একবার পিতৃতীর্থের দ্বারা জল দিতে হইবে।
মন্ত্র—ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিনঃ।

(যাহারা বান্ধব বা যাহারা বান্ধব নয়, যাহারা অন্য জন্মে বান্ধব ছিল, যাহারা আমাদের নিকট জল আশা করে, তাহারা সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করুক।)

বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক তর্পণ

পূর্বোক্ত ক্রমে তর্পণ করিবার পর বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক (অর্থাৎ কাপড় নিঙড়ান জল) দ্বারা তর্পণ করিবার বিধি আছে।

স্নান না করিয়া তর্পণ করিলে, স্থলে তর্পণ করিলে, এই তর্পণ করিতে হয় না।

জলে বস্ত্র নিঙড়াইতে নাই এবং বস্ত্র নিঙড়ান জল দিবার পূর্বেও বস্ত্র নিঙড়াইতে নাই। সুতরাং স্থলে উঠিয়া বস্ত্র নিঙড়ান জলে তর্পণ করিয়া, তাহার পর বস্ত্র নিঙড়াইতে হয়।

পিতৃতর্পণ মন্ত্রের বাংলা

গোত্র পিতা (নাম) দেবশর্মা তৃপ্ত হউন; আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।
গোত্র পিতামহ (নাম) দেবশর্মা তৃপ্ত হউন; আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।
গোত্র প্রপিতামহ (নাম) দেবশর্মা তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

গোত্র মাতামহ (নাম) দেবশর্মা তৃপ্ত হউন, আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।
গোত্র প্রমাতামহ (নাম) দেবশর্মা তৃপ্ত হউন, আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।
গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ (নাম) দেবশর্মা তৃপ্ত হউন, আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

গোত্র মাতা (নাম) দেবী তৃপ্ত হউন, আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।
গোত্র পিতামহী (নাম) দেবী তৃপ্ত হউন, আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।
গোত্র প্রপিতামহী (নাম) দেবী তৃপ্ত হউন, আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

গোত্র মাতামহী (নাম) দেবী তৃপ্ত হউন, আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।
গোত্র প্রমাতামহী (নাম) দেবী তৃপ্ত হউন, আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।
গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহী (নাম) দেবী তৃপ্ত হউন, আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্ত্র নিঙড়ান জল সতিল দিতে হয় এবং ভূমিতে ফেলিতে হয়।

মন্ত্র একবার পড়িয়া একবারই জল দিতে হয়।

সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী তিথিতে ও শ্রাদ্ধদিনে বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক দিতে নাই। কেহ কেহ বলেন ষষ্ঠী তিথিতে এবং শনি ও মঙ্গলবারেও এই তর্পণ করিতে নাই।

বস্ত্র নিঙড়ান জল দিবার মন্ত্র—

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃতাঃ।

তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥

(যাঁহারা আমাদের বংশে জন্মিয়াছেন, পুত্রহীন ও বংশহীন হইয়া মরিয়াছেন, তাঁহারা আমার দেওয়া বস্ত্র নিঙড়ান জল দ্বারা তৃপ্ত হউন)

রাম তর্পণ ও লক্ষ্মণ তর্পণ

সম্পূর্ণ তর্পণ করিতে না পারিলে রাম-তর্পণ অথবা লক্ষ্মণ-তর্পণ করিলেও তর্পণ সিদ্ধ হইবে।

বনবাসকালে রামচন্দ্র একটি মাত্র মন্ত্র পড়িয়া তর্পণ করিতেন। তাহাই রাম-তর্পণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্মণও একটি মন্ত্র পড়িয়া তর্পণ করিতেন। তাহা লক্ষ্মণতর্পণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রামতর্পণ বা লক্ষ্মণতর্পণ করিলে প্রত্যেকবার মন্ত্র পড়িয়া তিনবার তর্পণের জল দিতে হয়। তর্পণে সতিল জল দিতে হয়।

রামতর্পণের মন্ত্র—

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।

তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।

অতীতকুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।

ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥

(ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যাবতীয় লোকে অবস্থিত দেবতাগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃলোকবাসিগণ এবং পিতৃগণ, মাতৃগণ ও মাতামহগণ প্রভৃতি সকলে তৃপ্ত হউন। গত জন্মান্তর সকলের কুল সকলে জাত সপ্তদ্বীপনিবাসী পিতৃগণের তৃপ্তি হউক। আমার প্রদত্ত জলে ত্রিভুবনের সকলে তৃপ্ত হউন।)

লক্ষ্মণতর্পণের মন্ত্র—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যন্তু।

(ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্যন্ত সকলে তৃপ্ত হউক।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No:.....
RANARAS

যম তর্পণ

যমতর্পণ দক্ষিণ মুখে করিতে হয়। পৈতা ডান কাঁধ হইতে বাঁ দিকে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। উত্তরীয় বস্ত্র পৈতার ন্যায় রাখিতে হয়। পিতৃতীর্থ দিয়া তর্পণের জল ফেলিতে হয়।

তিনবার তর্পণ করিতে হয় এবং প্রত্যেকবার মন্ত্র বলিতে হয়। মন্ত্র—

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥
এতৎ সতিলোদকং ওঁ যমায় নমঃ।

(যম, ধর্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্বভূতক্ষয়, ঔডুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠিন্, বৃকোদর, চিত্র, চিত্রগুপ্ত, এই চতুর্দশ-নাম যমকে সতিল জল দিতেছি।)

উপরের মন্ত্রটি না বলিয়া যমের প্রত্যেক নামে পৃথক পৃথক জলও দেওয়া যায়।
যথা—এতৎ সতিলোদকং ওঁ যমায় নমঃ। এতৎ সতিলোদকং ওঁ ধর্ম্মরাজায় নমঃ।
এতৎ সতিলোদকং ওঁ মৃত্যবে নমঃ। এতৎ সতিলোদকং ওঁ অন্তকায় নমঃ।
এতৎ সতিলোদকং ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ। এতৎ সতিলোদকং ওঁ কালায় নমঃ।
এতৎ সতিলোদকং ওঁ সর্ব্বভূতক্ষয়ায় নমঃ। এতৎ সতিলোদকং ওঁ ঔডুম্বরায় নমঃ।
এতৎ সতিলোদকং ওঁ দধ্নায় নমঃ। এতৎ সতিলোদকং ওঁ নীলায় নমঃ।
এতৎ সতিলোদকং ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ। এতৎ সতিলোদকং ওঁ বৃকোদরায় নমঃ।
এতৎ সতিলোদকং ওঁ চিত্রায় নমঃ। এতৎ সতিলোদকং ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।
দ্রষ্টব্য—অনেকে দেবতর্পণের নিয়মে যমতর্পণ করেন।
প্রতিদিন যমতর্পণ করা যায়।
'ওঁ যমঃ তৃপ্যতাং'। (যম তৃপ্ত হউন।)—এই মন্ত্রে তর্পণ করিলেই হইবে।

ভীষ্ম তর্পণ

ভীষ্ম ছিলেন ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ। এই জন্য ব্রাহ্মণেরা পিতৃতর্পণের পরে ইহা করিবেন। কিন্তু শূদ্রেরা পিতৃতর্পণের পূর্বে ইহা করিবেন।

ভীষ্মতর্পণ পিতৃতর্পণের নিয়মে করিতে হয়।

তর্পণ মন্ত্রটি একবার পড়িয়া সতিল জল দিতে হইবে।

মন্ত্র—ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

(বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র, সাংকৃতি প্রবর, অপুত্রক ভীষ্ম বর্মণকে আমি এই জল দিতেছি।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পর জোড় হাতে প্রার্থনা করিতে হইবে—

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় : ।
আভিরদ্ভিঃ অবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং ॥

(শান্তনুপুত্র, বীর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম এই জল দ্বারা পুত্রপৌত্রের ক্রিয়া প্রাপ্ত হউন।)

পিতৃস্তুতি ও পিতৃপ্রণাম

তর্পণ শেষ হইলে পিতৃস্তুতি পাঠ করিয়া পিতৃপ্রণাম করিতে হয়।

পিতৃস্তুতি—ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

(পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতা প্রীতিলাভ করিলে সকল দেবতাই প্রীত হন।)

পিতৃপ্রণাম—ওঁ পিতুন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদাযেঽনভিসংহিতেষু ॥

(যাঁহারা স্বর্গে মূর্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, অভীষ্ট ফলের কামনা করিলে যাঁহারা সকল বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে পারেন, এবং কোনও ফলের কামনা না করিলে যাঁহারা মুক্তি প্রদান করেন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করিতেছি।)

ওঁ পিতৃচরণেভ্যো নমঃ। ওঁ পিতামহচরণেভ্যো নমঃ। ওঁ প্রপিতামহচরণেভ্যো নমঃ। ওঁ মাতামহচরণেভ্যো নমঃ। ওঁ প্রমাতামহচরণেভ্যো নমঃ। ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহ চরণেভ্যো নমঃ। ওঁ মাতৃচরণেভ্যো নমঃ। ওঁ পিতামহীচরণেভ্যো নমঃ। ওঁ প্রপিতামহীচরণেভ্যো নমঃ। ওঁ মাতামহীচরণেভ্যো নমঃ। ওঁ প্রমাতামহী-চরণেভ্যো নমঃ। ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহীচরণেভ্যো নমঃ ॥

(পিতৃচরণে প্রণাম। পিতামহ চরণে প্রণাম। প্রপিতামহ চরণে প্রণাম। মাতামহ চরণে প্রণাম। প্রমাতামহ চরণে প্রণাম। বৃদ্ধপ্রমাতামহ চরণে প্রণাম। মাতৃচরণে প্রণাম। পিতামহীচরণে প্রণাম। প্রপিতামহী চরণে প্রণাম। মাতামহী-চরণে প্রণাম। প্রমাতামহী চরণে প্রণাম। বৃদ্ধপ্রমাতামহী চরণে প্রণাম।)

—তর্পণ শেষ—

পিতৃতর্পণে অন্য কাহারও নাম উল্লেখ করিয়া তর্পণ করা হইয়া থাকিলে তাঁহাকেও প্রণাম করিতে হইবে।

গুরু এবং পুরোহিতের তর্পণ করা হইয়া থাকিলে তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিতে হইবে। মন্ত্র—ওঁ গুরুচরণেভ্যো নমঃ। ওঁ পুরোহিতচরণেভ্যো নমঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্রাহ্মণের তর্পণ

বর্তমান সময়ে যাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত প্রাচীন যুগে তাঁহাদের অনেকের পূর্বপুরুষ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ছিলেন। কিন্তু শত শত বৎসর যাবৎ তাঁহারা শূদ্রবৎ আচরণকারী। সুতরাং তাঁহারা শূদ্র বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকেন।

শূদ্রেরা 'বিষ্ণুরোং' না বলিয়া 'বিষ্ণুর্নমঃ', 'দেবশর্ম্মন্' না বলিয়া 'পদবী সহিত দাস' (যেমন – মিত্রদাস, দত্তদাস, ইত্যাদি), 'দেবি' না বলিয়া 'দাসি', 'স্বধা' না বলিয়া 'নমঃ' বলিবেন। মন্ত্রের ও বাক্যের আদিতে 'ওঁ' না বলিয়া 'নমঃ' বলিবেন।

শূদ্রের তর্পণ যজুর্বেদীয় মতে হইবে।

শূদ্রাচারী ব্যক্তিরা এবং শূদ্রেরা নিম্নলিখিতভাবে তর্পণ করিতে পারেন—

প্রথমে আচমন করিবেন। তাহার পর বিষ্ণুস্মরণ করিবেন। তাহার পর প্রয়োজন হইলে জল শুদ্ধি ও আসন শুদ্ধি করিবেন।

তাহার পর দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ, ঋষিতর্পণ, ও দিব্যপিতৃতর্পণ সংক্ষেপে করিবেন। যথা—

নমঃ দেবাঃ তৃপ্যন্ত। (দেবতাগণ তৃপ্ত হউন।)

নমঃ মনুষ্যাঃ তৃপ্যন্ত। (মনুষ্যগণ তৃপ্ত হউন।)

নমঃ ঋষয়ঃ তৃপ্যন্ত। (ঋষিগণ তৃপ্ত হউন।)

নমঃ দিব্যপিতরঃ তৃপ্যন্ত। (দিব্যলোকবাসী পিতৃগণ তৃপ্ত হউন।)

তাহার পর যমতর্পণ করিতে পারেন। যম তর্পণ করিলে বলিবেন—নমঃ যমায় নমঃ।

তাহার পর পিতৃ আবাহন করিবেন। যোড় হাত করিয়া বলিবেন—

নমঃ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত আপোঽঞ্জলিং। (আমার পিতৃগণ আসুন, অঞ্জলির জল গ্রহণ করুন।)

তাহার পর নিম্নলিখিতভাবে পিতৃতর্পণ করিবেন—

বিষ্ণুর্নমঃ ···গোত্র পিতঃ (নাম পদবী) দাস তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

বিষ্ণুর্নমঃ···গোত্র পিতামহ (নাম পদবী) দাস তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

বিষ্ণুর্নমঃ···গোত্র প্রপিতামহ (নাম পদবী) দাস তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

বিষ্ণুর্নমঃ···গোত্র মাতামহ (নাম পদবী) দাস তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণুর্নমঃ…গোত্র প্রমাতামহ (নাম পদবী) দাস তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

বিষ্ণুর্নমঃ…গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ (নাম পদবী) দাস তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

বিষ্ণুর্নমঃ…গোত্রে মাতঃ (নাম) দাসি তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

বিষ্ণুর্নমঃ…গোত্রে পিতামহি (নাম) দাসি তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

বিষ্ণুর্নমঃ…গোত্রে প্রপিতামহি (নাম) দাসি তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

বিষ্ণুর্নমঃ…গোত্রে মাতামহি (নাম) দাসি তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

বিষ্ণুর্নমঃ…গোত্রে প্রমাতামহি (নাম) দাসি তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

বিষ্ণুর্নমঃ…গোত্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহি (নাম) দাসি তৃপ্যস্ব, এতৎ তে সতিলোদকং নমঃ।

তাহার পর—যে বান্ধবাবান্ধবা বা যে হন্যজন্মনিবান্ধবাঃ।

তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিনঃ।

মন্ত্রটি পড়িয়া জল দিবেন।

(যাহারা বান্ধব বা বান্ধব নয়, যাহারা অন্য জন্মে বান্ধব ছিল, যাহারা আমাদের নিকট জল আশা করে, তাহারা সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করুক।)

পিতৃতর্পণের বাংলা

…গোত্র পিতা (নাম পদবী) দাস তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

…গোত্র পিতামহ (নাম পদবী) দাস তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

…গোত্র প্রপিতামহ (নাম পদবী) দাস তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

…গোত্র মাতামহ (নাম পদবী) দাস তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

…গোত্র প্রমাতামহ (নাম পদবী) দাস তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পর বস্ত্র নিঙড়ান জল দিতে পারেন।

তাহার পর পিতৃস্তুতি পাঠ করিবেন ও পিতৃপ্রণাম করিবেন।

দ্রঃ—যদি উপরে উক্তভাবে তর্পণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে রাম তর্পণ বা লক্ষ্মণ তর্পণ করিয়া পিতৃস্তুতি পাঠ ও পিতৃপ্রণাম করিবেন।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তর্পণ যজুর্বেদী ব্রাহ্মণের তর্পণের মত হইবে।

ক্ষত্রিয়েরা নাম উল্লেখে 'দেবশর্ম্মন্' না বলিয়া বলিবেন—'ত্রাতৃবর্ম্মন্'।

বৈশ্যেরা নাম উল্লেখে 'দেবশর্ম্মন্' না বলিয়া বলিবেন—'দত্তভূতে' অথবা 'গুপ্তভূতে'।

...গোত্র বৃদ্ধ প্রমাতামহ (নাম পদবী) দাস তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

...গোত্র মাতা (নাম) দাসি তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

.. গোত্র পিতামহী (নাম) দাসি তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

...গোত্র প্রপিতামহী (নাম) দাসি তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

...গোত্র মাতামহী (নাম) দাসি তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

...গোত্র প্রমাতামহী (নাম) দাসি তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

...গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহী (নাম) দাসি তৃপ্ত হউন। আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

(Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেততর্পণ

কালাশৌচ কাল মধ্যে কেবল প্রেততর্পণই করিতে হয়। অন্য কাহারও নহে। তর্পণের জল একবার দিতে হয়। ফলের আধিক্য লাভের জন্য তিন বারও তর্পণ করা যায়। একাধিক বার তর্পণ করিলে প্রত্যেকবার তর্পণ মন্ত্র বলিয়া তাহার পর তর্পণের জল দিতে হইবে।

প্রেত তর্পণে সতিল জল দিতে হইবে।

তর্পণ মন্ত্র পুরুষ পক্ষে—

সামবেদীয় ব্রাহ্মণের—ওঁ…গোত্রং প্রেতং (নাম) দেবশর্ম্মানং সতিলোদকেন তর্পয়ামি।

যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণের—ওঁ…গোত্র প্রেত (নাম) দেবশর্ম্মন্ সতিলোদকং তৃপ্যস্ব।

শূদ্রের—নমঃ…গোত্র প্রেত (নাম পদবী) দাস সতিলোদকং তৃপ্যস্ব।

তর্পণ মন্ত্র স্ত্রীপক্ষে—

সামবেদীয় ব্রাহ্মণের—ওঁ…গোত্রাং প্রেতাং (নাম) দেবীং সতিলোদকেন তর্পয়ামি।

যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণের—ওঁ…গোত্রে প্রেতে (নাম) দেবি সতিলোদকেন তৃপ্যস্ব।

শূদ্রের—নমঃ…গোত্রে প্রেতে (নাম) দাসি সতিলোদকেন তৃপ্যস্ব।

Satyendra Nath Banerjee.
46/C. Iswar Ganguly Street,
Kalighat, Calcutta-26

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর

দুইখানি পুস্তক

প্রতিমায় সরস্বতীপূজা

পুরোহিতের সাহায্য না লইয়া নিজের পূজা
নিজে করার জন্য উত্তম পুস্তক।

মূল্য—এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে শ্রাদ্ধ

প্রথম খণ্ড

শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও তর্পণ

মূল্য—একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নিকট এবং বজ্‌বজ্‌
অঞ্চলের পুস্তক বিক্রেতাগণের নিকট
পুস্তকগুলি পাওয়া যায়।

Satyendra Nath Banerjee
46/C, Isvar Ganguly Street
Kalighat, Calcutta-26

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi